Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

19 January 2024 / 7 Rejab 1445H

শারীয়াহ আইন প্রণয়ণের লক্ষ্যগুলি অনুধাবন করা

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَأَمَرَنَا بِالتَّقْوَى وَالخُلُقِ الكَرِيمِ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ.

জুম্মায় আগত সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার সকল নির্দেশ পালন করি এবং তিনি যা যা নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলি করা থেকে বিরত থেকে আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার প্রতি আমাদের তাকওয়া আরো বাড়িয়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা যেন আমাদের ধর্মটিকে সঠিকভাবে বোঝার তৌফিক দেন।। আমীন!

সম্মানিত মুসলমানবৃন্দ,

গত কয়েক সপ্তাহে আমরা ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি। আমাদের জ্ঞান আমাদেরকে ইসলামের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছে। আমাদের জ্ঞানই আমাদিগকে ইসলামী শিক্ষা ও শারীয়াহ আইনের সৌন্দর্যগুলির প্রশংসা করতে শিখিয়েছে। আামরা এখন জেনেছি, এই সমস্ত ইসলামী শিক্ষা ও

শারীয়াহ আইনের মধ্যে এমন কিছু বিষয় লুক্কায়িত আছে যেগুলির প্রতি ইসলামে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আমাদের মনে রাখা দরকার যে শারীয়াহ আইন মানুষের মঙ্গল সাধন সংরক্ষণ করে।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলা পবিত্র কোরান শরীফের সুরা আল মাঈদার ৬ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦

বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান। এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত প্রদান পূর্ণ করতে চান যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

এঈ আয়াতটিতে আমরা দেখতে পাই কিভাবে শারীয়াহ মানুষের সার্বিক কল্যাণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এছাড়াও, পবিত্র কোরানের এই আয়াতগুলির ওপর আলোকপাত করলে এবং সেগুলি কি করে ইসলামী নিয়ম এবং কিছু কিছু নবী করিম (সঃ) এর হাদীস হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে তা ভাল করে জানতে পারলে আমরা এইসব আয়াতের পিছনে কি গভীর প্রজ্ঞা নিহিত আছে তা বুঝব।

আসুন, ইসলামে মদ্যপান ও জুয়াখেলা নিয়ে যে নিষেধাজ্ঞা জারী করা আছে তার ওপর আমরা আলোচনা করি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা সুরা মাঈদার ৯১ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

অর্থঃ শয়তান তো চায় মদ, নেশা ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহকে স্মরণ ও নামাজ থেকে তোমাদেরকে দূরে রাখতে। অতএব, তোমরা কি এখনও নিবৃত হবে না?

দেখেন, শারীয়াহ কিভাবে মদ্যপান ও জুয়াখেলায় নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে আমাদের মানসিক ও সামাজিক কল্যাণ সংরক্ষণ করেছেন। তাই এখানে বলা যায়, শারীয়াহ আইন কেবলমাত্র আমাদের ধর্মীয় প্রয়োজনগুলো রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সত্যি কথা বলতে, শারীয়াহ আইন আমাদের জীবনের আরো অন্যান্য বিষয় যেমন, অন্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক, পরিবেশের যত্ন নেয়া ইত্যাদি বিষয়ের ওপরেও গুরুত্ব আরোপ করে।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

এতটাই হলো শারীয়ার সৌন্দর্য- এটা প্রবর্তিত হয়েছিল মানুষের নানাবিধ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য। সাইয়াফী চিন্তাবিদদের মধ্যে অন্যতম ইমাম আল জুয়াইনী তাঁর গ্রন্থ "আল বুরহান" এ ইমাম সাইয়াফীকে উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, ইমাম সাইয়াফী আইন প্রণয়নে সর্বদা জনগণের কল্যাণকে প্রাধান্য দিতেন।

ইমাম সাইয়াফী ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, যদি কোন বিধানের কথা পবিত্র কোরান বা রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর সুন্নাহতে না থাকে তবে অন্যান্য যুক্তিতে না গিয়ে শারীয়াহ আইনের জনকল্যাণের গুরুত্বের দিকটি বিবেচনা করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপঃ যখন নবী করিম (সঃ) এর সাহাবীগণের অনেক হাফিজ যাঁরা পবিত্র কোরান মুখস্থ করছিলেন তাঁদের অনেকেই ইয়ামামা যুদ্ধে শহীদ হচ্ছিলেন, তখন সাইয়্যেদেনা উমর আল খাত্তাব খলিফা আবুবকর আস সিদ্দীক(রাঃ) কে প্রস্তাব দিলেন যে, কোরানের আয়াতগুলিকে পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হোক। এই ভাবনাটি চিন্তায় এসেছিল এইজন্য যে, কোরানের আয়াতগুলিকে যেন সঠিকভাবে সংরক্ষণ নিশ্চিত করা যায়। কারণ, তৎকালীন যুদ্ধগুলিতে যদি সব হাফিজ শহীদ হয়ে যান তাহলে কোরানের আয়াতগুলি আর হারিয়ে যাবে না।

শুরুতে সাইয়্যেদেনা আবু বকর (রাঃ) এই প্রস্তাবটি গ্রহণে দ্বিধান্বিত ছিলেন, কারণ কোরানকে সংরক্ষণের কাজটি আমাদের নবী করিম (সঃ) নিজে তাঁর সময়ে করেন নি। অনেক বোঝানোর পর শেষে তিনি পবিত্র কোরানকে বই আকারে সংরক্ষণ করায় সম্মত হন কারণ তাতে করে মুসলমানদের উত্তরসূরীদের কাছে এর একটি দীর্ঘমেয়াদী সুফল থেকে যাবে।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

এখানে আমি পবিত্র কোরান সংরক্ষণের ব্যাপারে যে ইতিহাস তুলে ধরলাম, তা থেকে আমরা কয়েকটি শিক্ষা পেতে পারি যা আমি এখানে আলোচনা করব।

প্রথমতঃ যে কোন একটি আইন বা বিধান বোঝার জন্য প্রথমতঃ সেটা তৈরী করার মূল উদ্দেশ্যটি আমাদের বোঝা দরকার। যে আইনটি নির্ধারণ করা হয় তার উদ্দেশ্য মূলতঃ জনগণের স্বার্থ ও কল্যাণ সংরক্ষণ করা। যে কোন ক্ষতিসাধন বা কঠিন দুরাবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ যখন কোন একটি বিধি বিধান নিয়ে পন্ডিতেরা কিভাবে এই সিদ্ধান্তে আসলেন সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেন তখন তাঁদের মতামতকে মূল্য দেয়া দরকার। তাদের দ্বারা প্রণীত এবং জারীকৃত প্রতিটি আইনী বিধান একটি সুস্পষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় ভিত্তির ওপর নির্ভর করে প্রণয়ন করা হয়। আর সেগুলির চুড়ান্ত লক্ষ্য হলো, মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধণ সুরক্ষিত রাখা এবং মানবজাতিকে যে কোন ক্ষতি বা সমস্যা থেকে সুরক্ষা করা।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলা যেন আমাদের ধর্মকে সঠিকভাবে বোঝার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেন। আমরা প্রার্থনা করি এই দুনিয়াতে এবং পরকালে আমরা সকলেই যেন সফল হতে পারি। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ

الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

SECOND SERMON

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا اْلمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.